দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

জাতীয়করণের তালিকায় নামসর্বস্ব স্কুল-কলেজ

- প্রভাবশালী সিন্ডিকেট ও কর্মকর্তাদের লেনদেনের জোরে মানহীন, বিতর্কিত কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে
- মাত্র দুজন শিক্ষার্থী আছে এমন কলেজও সরকারী তালিকায়
- মুক্তিযোদ্ধার প্রতিষ্ঠিত কলেজ বাদ দিয়ে চিহ্নিত রাজাকারের প্রতিষ্ঠান তালিকায়

বিভাষ বাড়ৈ ॥ *যেসব উপজেলায় সরকারী কলেজ ও স্কুল নেই সেখানে একটি করে বেসরকারী স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। নীতিমালা মেনে কাজও এগোচ্ছিল। কিন্তু সর্বশেষ দুই শতাধিক কলেজ-স্কুল জাতীয়করণে অনিয়ম ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নামসর্বস্ব ও অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষক ও তাদের যোগ্যতা, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফলকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রভাবশালী অসাধু সিন্ডিকেট* (২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

স্কুল সরকারীকরণ দাবিতে হবিগঞ্জের বাহুবল মডেল থানায় ছাত্র-জনতার মশাল। -জনকণ্ঠ

হবিগঞ্জে ১৪ ছাত্র গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হবিগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর ॥ হবিগঞ্জের বাহুবলে দীননাথ ইনস্টিটিউট মডেল হাইস্কুলকে সরকারীকরণ এবং এক শিক্ষা কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে বুধবার সকালে শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও এবং ব্যাপক (২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

শিক্ষা নিয়ে ৭

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও কর্মকর্তাদের অবৈধ লেনদেনের জোরে ঐতিহ্যবাহী নামী কলেজকে বাদ দিয়ে অযোগ্য, মানহীন, বিতর্কিত কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। অনিয়মের অভিযোগ এনে আন্দোলনে নেমেছেন এলাকাবাসী। ছড়িয়ে পড়ছে অসন্তোষ।

১৯৯টি কলেজ সরকারী করার তালিকা প্রকাশের পর থেকে অন্তত অর্ধশতাধিক জেলা ও উপজেলায় অনিয়মের অভিযোগ এনে আন্দোলন করছেন এলাকাবাসী। বহু কলেজের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ। আবার বহু কলেজ সরকারী করার কথা বলে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও অধ্যক্ষ শিক্ষকদের কাছ থেকে কোটি টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ এসেছে মন্ত্রণালয়ে। ইতোমধ্যেই দুই কলেজের অধ্যক্ষের কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ তদন্তে নেমেছে মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ে আসা আপত্তিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, জাতীয়করণ বা সরকারী তালিকায় আসা কলেজের মধ্যে কোনটির জমি নেই, কোনটি সদ্য স্বীকৃতি পেয়েছে, আবার কোনটি গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি ও বঙ্গবন্ধুর খুনীর সহচরের কলেজ। এর বাইরে উপজেলার বড় এবং সেরা কলেজকে জাতীয়করণের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এমপিওভুক্ত না হওয়া কলেজও জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। মাত্র দুজন শিক্ষার্থী আছে- এমন নামসর্বস্ব কলেজও প্রভাবশালীদের দাপটে চলে এসেছে সরকারী তালিকায়! এখানেই শেষ নয়, অর্থ আর প্রভাবশালীদের দাপটে জাতীয়করণের তালিকায় আসতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের প্রতিষ্ঠিত ভাল প্রতিষ্ঠান। অথচ তালিকায় ঢুকে পড়েছে রাজাকার, আলবদর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানও। এর ফলে সরকারের ভাল উদ্যোগে কলঙ্ক লাগছে বলে অভিযোগ তুলে প্রতিদিনই মানববন্ধন, মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশসহ নানা প্রতিবাদী কর্মসূচী পালিত হচ্ছে দেশের কোথাও না কোথাও। এদিকে কলেজসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণকে স্বাগত জানালেও এতে বেপরোয়া দুর্নীতি, নীতিমালা লঙ্ঘনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। 'শিক্ষায় দুর্নীতি ও যোগ্যকে বাদ দিয়ে অযোগ্যকে মূল্যায়নের ফল হবে ভয়াবহ'-এমন মন্তব্য করে শিক্ষাবিদরা বলছেন, জাতীয়করণ অবশ্যই ভাল উদ্যোগ কিন্তু জাতীয়করণ করতে গিয়ে শিক্ষক ও তাদের যোগ্যতা, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাবলিক পরীক্ষায় তাদের ফলাফলকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি অসাধু প্রভাবশালীদের দাপটকে গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে তার ফল হবে জাতির জন্য ক্ষতিকর। এভাবে চলতে থাকলে জাতীয়করণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। শিক্ষাবিদরা হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী।

জেলা উপজেলায় প্রশ্নের মুখে জাতীয়করণ, প্রতিবাদ ॥

জাতীয়করণের ভিত্তি কী- স্পষ্ট বলা হয়েছে জাতীয়করণ নীতিমালাতেই। বলা হয়েছে- সরকারী কলেজবিহীন উপজেলা সদরের সবচেয়ে ভাল ফল করা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কলেজকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কলেজের বয়স, আয়তন, সম্পত্তি, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, উপকৃত জনগোষ্ঠী, কলেজটি থেকে অন্য সরকারী কলেজের দূরত্ব, নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত ইত্যাদি দিকে লক্ষ্য রেখেই জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সরকারী হয়েছে নীতিমালাকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করেই। আর এতে তৈরি হয়েছে সঙ্কট। সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষানুরাগীদের অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গত ৩০ জুন মোট ১৯৯টি কলেজকে সরকারী করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুমোদন দেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি তালিকা পাঠানো হলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী কর্মকর্তা জমিহীন, সদ্য পাঠদানের অনুমতি পাওয়া এবং ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় অভিযুক্ত আসামির কলেজকে সরকারী করার (জাতীয়করণের) অনুমোদন পাইয়ে দিয়েছেন। এরপর থেকেই মূলত মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জমা হতে শুরু করে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এখন বিব্রত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখার কর্মকর্তারা সংসদ সদস্য বা অন্যদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তবে যেসব সংসদ সদস্য এলাকাবাসীর অসন্তোষ সামলাতে জাতীয়করণে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে আসছেন, কর্মকর্তারা তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন বিষয়টি যেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও জানান। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক অতিরিক্ত সচিবের কাছে জাতীয়করণে সঙ্কটের কথা তুলতেই জনকণ্ঠকে বলেন, আসলে যেটা হয়েছে এর জন্য আমাদের দায়ী করা যাবে না। জাতীয়করণ নীতিমালা মেনে পরিদর্শন শেষে যোগ্য, মানসম্পন্ন ও ঐতিহ্যবাহী কলেজ তালিকাভুক্ত করেই আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে যদি নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে অন্তর্ভুক্ত করে যোগ্যদের বাদ দেয়া হয়, তবে আমাদের কী করার আছে। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যেসব এলাকায় আন্দোলন হচ্ছে, অভিযোগ আসছে তার একটির নামও আমরা তালিকাভুক্ত করিনি। সংসদ সদস্যরাও অনেকে বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। এ অবস্থায় অন্তত ৪৫ প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে নতুন করে ভাবা হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

সংসদ সদস্য ও শিক্ষানুরাগীদের অভিযোগ মাঠ পর্যায়ের সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যশোরে শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন মহাবিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করার দাবিতে মাঠে নেমেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ স্থানীয়রা। ইতোমধ্যেই কলেজের সামনে যশোর-ঢাকা মহাসড়কে কয়েক দফা মানববন্ধন করেছেন তারা। মানববন্ধন থেকে দাবি করা হয়, উপজেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ হয়ে সব যোগ্যতা পূরণ করা সত্ত্বেও কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়নি। বরং অজ্ঞাতকারণে এ কলেজটিকে পাশ কাটিয়ে উপজেলার 'ভাংড়ি' কলেজ জাতীয়করণের তালিকায় রাখা হয়েছে। শহীদ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের নামে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটির নামকরণ করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় কুষ্টিয়ার একটি কলেজ থেকে অংশ নিয়েছিল মাত্র দুজন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, সেই দুই পরীক্ষার্থীর কেউই পাস করেনি। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের পাঠদানই নীতিমালা অনুসারে থাকার কথা নয়। অথচ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার এই কলেজকেই করা হয়েছে সরকারী! জেলা ও উপজেলা শিক্ষা শাখা সূত্রে জানা গেছে, এই কলেজ থেকে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য মোট ছয়জন শিক্ষার্থী ফরম পূরণ করে। তবে এদের মধ্যে মাত্র দুজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। বাকি চারজন পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ফলাফলে দেখা যায়, পরীক্ষায় অংশ নেয়া দুই শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে। গতবারও এই কলেজ থেকে দুজন পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। খোদ কলেজের শিক্ষকরাই বলছেন, কলেজের যে অবস্থা তাতে সকলেই ভেবেছে কলেজ হয়ত চালানো যাবে না। কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকও তাই অন্য পেশায় নিয়োজিত। তারা শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পড়ানোয় মনোযোগী হতে পারেননি। এসব কারণে শিক্ষার্থীরাও আসে না। অভিভাবকরাও আগ্রহী নন। একই জেলার কয়েক আওয়ামী লীগ নেতা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন অনেক ভাল কলেজ থাকা সত্ত্বেও তার কোনটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

কুড়িগ্রামে মুক্তিযোদ্ধার প্রতিষ্ঠিত নামী কলেজকে বাদ দিয়ে চিহ্নিত এক রাজাকারের প্রতিষ্ঠিত কলেজকে জাতীয়করণের প্রতিবাদে মানববন্ধন প্রতিবাদ চলছে গত কয়েক দিন ধরেই। সম্প্রতি কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এলাকার শিক্ষক, শিক্ষানুরাগীরা মানববন্ধন করছেন। জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেছেন, কুড়িগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য মরহুম আব্দুল্লাহ সোহরাওয়াদী প্রতিষ্ঠিত রাজারহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়া হয়। পরে তা বাতিল করে স্থানীয় রাজাকারের প্রতিষ্ঠিত মীর ইসমাইল হোসেন ডিগ্রী কলেজকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়া হয়। রাজাকার প্রতিষ্ঠিত কলেজকে বাদ দিয়ে রাজারহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজকে জাতীয়করণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে যাঁচ্ছেন এলাকাবাসী।

লক্ষ্মীপুরের রায়গঞ্জে একটি নন-এমপিও মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে! এ খবরে এলাকায় চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে উক্ত তালিকা প্রকাশের প্রতিবাদে রায়গঞ্জ উপজেলা সচেতন নাগরিক সমাজ বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন। তারা বলছেন, নন-এমপিও, ভৌত অবকাঠামোবিহীন ও যোগাযোগ দুরূহ একটি বিদ্যালয়, যা জাতীয়করণ শতভাগ নীতিমালা বহির্ভূত। বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ১১১ জন। তারা জাতীয়করণের তালিকা থেকে অনুপযুক্ত বিদ্যালয়টির নাম বাদ দিয়ে উপজেলার উপযুক্ত বিদ্যালয়কে বাছাই করে তা জাতীয়করণের জোর দাবি জানান।

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার তিনানী আদর্শ কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করে জাতীয়করণের আবেদনের অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, কলেজটি উপজেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অথচ আরও কম দূরত্ব দেখিয়ে শিক্ষা অধিদফতরে জাতীয়করণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সরকারী ঘোষণার পর থেকে ঝিনাইগাতী উপজেলার তিনটি কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। তালিকায় আসা নিয়ে কলেজে কলেজে চলছে টাকার খেলা। একটি চক্র জাতীয়করণ তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ওয়াদা দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন অর্থ। শিক্ষকদের থেকে তোলা হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। ইতোমধ্যেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন এলাকাবাসী। এলাকার সচেতন মহলের মতে, নারীশিক্ষার প্রতি সুদৃষ্টিসহ উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কলেজের মধ্যে যেকোন একটি কলেজ জাতীয়করণ হলে পিছিয়ে পড়া এ উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটবে। উপজেলাবাসী এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।